মেহেরপুর চুয়াডাঙ্গা সহ বিভিন্ন স্থানে বেগম রোকেয়া দিবস পালিত

বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, জয়িতাদের সংবর্ধনা এবং আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে মেহেরপুরে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও বেগম রোকেয়া দিবস পালিত হয়েছে।

গতকাল সোমবার সকালে মেহেরপুর জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।
জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক একেএম শফিউল আযমের সভাপতিত্বে মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমীতে অনুষ্ঠিত জয়িতাদের সংবর্ধনা ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক মো: আতাউল গনি।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম রসূল, সিভিল সার্জন ডাক্তার শামীম আরা নাজনীন, মেহেরপুর জেলা জাতীয় মহিলা সংস্থার চেয়ারম্যান শামীম আরা হিরা, জেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক খান, সাধারণ সম্পাদক মোশাররফ হোসেন, কবি নজরুল শিক্ষা মন্দিরের প্রধান শিক্ষক সানজিদা ইসলাম।

মীর দানিয়েল হোসেন ও সুবর্ণা মাহজাবীনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জয়িতা এলিজাবেথ খান, যমুনা খাতুন প্রমুখ।

পরে মেহেরপুর জেলা পর্যায়ে ৫ জন এবং সদর উপজেলা পর্যায়ে ৫ জন জয়িতাকে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।
এতে জেলা পর্যায়ে অর্থনৈতিকভাবে সাফল্য অর্জনকারী মেহেরপুর সদর উপজেলার যাদবপুর গ্রামের মমতাজ খাতুন, শিক্ষা ও চাকুরী ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনকারী গাংনীর পূর্ব মালশাদহের আশরাফুন্নেসা, সফল জননী গাংনী কাজিপুর গ্রামের পারভিন আক্তার, নির্যাতনের বিভীষিকা মুছে ফেলে নতুন উদ্যমে জীবন শুরু করা বা মন্দির রেহেনা খাতুন, এবং সমাজ উন্নয়নে অসামান্য অবদান রাখায় মুজিবনগরের ভবেরপাড়া এলিজাবেখ খা কে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

একই সাথে মেহেরপুর সদর উপজেলা পর্যায়ে মমতাজ খাতুন, নাজমুন্নেসা,

দিয়ে বেগম রোকেয়া দিবস পালিত হয়েছে।

গতকাল সোমবার সকাল এগারোটার দিকে উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আয়োজনে উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে একটি র্যালী বের করা হয়।
উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়াউদ্দীন বিশ্বাসের নেতৃত্বে র্যালীটি শহরের মেন মেন সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুনরায় পরিষদ চত্বরে এসে শেষ হয়।

উক্ত র্যালীতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ভাঃপ্রাঃ) এম.এম আরাফাত হোসেন, মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেম, ভাইস চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম মোল্লা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আফরোজা খাতুন, উপজেলা কৃষি অফিসার আনিসুজ্জামান খান, সমাজসেবা অফিসার আব্দুর রব, তথ্যসেবা কর্মকর্তা তানিয়া খন্দকার, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি ওমর ফারুক প্রিন্সসহ উপজেলার সকল কর্মকর্তারা অংশ নেন।

র্যালী শেষে উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ভাঃপ্রাঃ) এম.এম আরাফাত হোসেনের সভপতিত্বে পরিষদ মিলনয়াতনে বেগম রোকেয়া দিবসের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
উক্ত আলোচনা সভায় বেগম রোকেয়া দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে স্বাগত বক্তব্য রাখেন উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা তাজুল ইসলাম।

আলমডাঙ্গা প্রতিনিধি জানান, আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসন ও বিষয়ক অফিসের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও বেগম রোকেয়া দিবস পালিত হয়েছে।

গতকাল সকাল ১০ টার দিকে উপজেলা পরিষদ চত্তর থেকে একটি র্যালি শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে আলমডাঙ্গা বালিকা বিদ্যালয়ের হলরুমে সভা অনুষ্টিত হয়।
সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো: লিটন আলী।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন। তিনি বলেন বেগম রোকেয়া নারী জাগরণের পথিকৃত, তিনি নরীদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে আজীবন সংগ্রাম করেছেন, মুসলিম সমভ্রান্ত পরিবারে জন্ম নিয়েও বেগম রোকেয়া সব বাধা উপেক্ষা করে নারীদের জন্য কাজ করে গেছেন।

সভায় ৫ জন নারীকে জয়িতা পুরস্কার প্রদান করেন প্রধান অতিথি। এরা হল, জেহালা ইউনিয়নের রোয়াকুলি গ্রামের ছাহেরা খাতুন, আলমডাঙ্গা

পুরাতন বাজারের অর্পনা রানী সাহা, ডাউকি ইউনিয়নের বক্সিপুর গ্রামের শ্রীমতি রিতা রানী দত্ত, হাটবোয়ালিয়া গ্রামের ছালমা খাতুন খাতুন, কালিদাশপুর গ্রামের রেহানা খাতুন। প্রত্যেক কে ক্রেষ্ট প্রদান করা হয়েছে।

সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন, ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাড. সালমুন আহম্মেদ ডন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান কাজী মারজাহান নিতু, উপজেলা শিক্ষা অফিসার শামসুজ্জোহা।

কলেজিয়েট স্কুলের উপাধক্ষ শামিম রেজার উপস্থাপনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মাকসুরা জান্নাত।

অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, বিআরডিবি কর্মকর্তা সায়লা সারমিন, আইসিটি কর্মকর্তা সিন্ধা দাস, ফাতেমা আক্তার, ছালমা খাতুন প্রমুখ।

- প্রতিদিন ডেস্ক

আলমডাঙ্গায় জলাতঙ্ক রোগ বিষয়ে অবহিতকরন সভা

আলমডাঙ্গা হারদী উপজেলা স্বাস্থ কমপ্লেক্স হারদীতে জলাতঙ্ক রোগ বিষয়ে অবহিতকরন সভা অনুষ্টিত হয়েছে।গতকাল সকাল ১০ টার দিকে হারদী হাসপাতেলর হলরুমে সভায় সভাপতিত্বে করেন,উপজেলা স্বাস্থ প,প,কর্মকর্তা ডাঃ হাদী জিয়াউদ্দিন আহম্মদ। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা পৌর মেয়র হাসান কাদীর গনু। তিনি বলেন জলাতঙ্ক রোগের কোন ঔষধ পৃথীবিতে আবিস্কার হয়নি। তবে জলাতঙ্ক রোগ সম্পর্কে জনগনকে সচেতন করা অতিব জরুরি,আমরা সরকারি ভাবে পৌর সভার মাধ্যমে কুকুর নিধন অভিযান চালিয়ে প্রতিবছর শতাধিক কুকুর মারা হয়ে থাকে। তবে এখন পরিবেশ বিদগন কুকুর নিধনের বিরোধিতা করায়,আমরা আগে মানুষকে ভ্যাকক্সিন দিতাম,এখন কুকুরকে ভ্যাক্সিন দিচ্ছি।তিনি আরো বলেন আমরা ২০২২ সালের মধ্যে দেশ থেকে জলাতঙ্ক রোগ নির্মুল করব। সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত

ছিলেন,উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান কাজী মারজাহান নিতু, উপজেলা ইউপি চেয়ারম্যান সমিতির সভাপতি কাউছার আহম্মেদ বাললু,ডাঃ সজিব,ডাঃ নাশরিন আক্তার। সিডিসি মহাখালি ঢাকার এমডিভি সুপার ভাইজার কে এম তাহমিদের উপস্থাপনায় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন,ইউপি চেয়ারম্যান সমিতির সম্পাদক নুরুল ইসলাম নুরু,উপজেলা প্রানী সম্পদ কর্মকর্তা ডাঃআব্দুল্লাহিল কাফি,উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা শামসুজ্জোহা,ইউপি চেয়ারম্যান মোস্তাফিজুর রহমান রুন্নু,আবু সাইদ পিন্টু,আবুল কালাম আজাদ,আব্দুস সালাম বিল্পব,প্রেসক্লাবের সভাপতি খন্দকার শাহ আলম মন্টু,সম্পাদক হামিদুল ইসলাম আজম,প্রধান শিক্ষক আলহাজ্ব রাকিবুস সালেহীন,পৌর সভার কন্জারভেন্সি ইনস্পেক্টর আসাদুল ইসলাম প্রমুখ।

আলমডাঙ্গা প্রতিনিধি:

এসবি’র প্রধান মীর শহিদুল ইসলামের সাথে গণমাধ্যম কর্মী ও সুধী সমাজের মতবিনিময়

আকাশে আবছা আবছা মেঘের আনাগোনায় ৬ ডিসেম্বর সারাদিন বড্ড নিরুত্তাপ ছিল। কিন্তু সন্ধ্যেটা ছিল অন্যরকম। অন্য এক মেধাবি আলোয় আর সফলতার ঝলকানিতে অত্যুজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল আলমডাঙ্গার বন্ধু সংগঠন মোহনার অফিসকক্ষ।

মোহনার অফিসকক্ষে উপস্থিত হয়েছিলেন আলমডাঙ্গার কৃতি সন্তান এসবি’র (স্পেশাল ব্র্যাঞ্চ) প্রধান বাংলাদেশ পুলিশের অতিরিক্ত মহাপরিচালক মীর শহিদুল ইসলাম। এলাকার সুধীজন ও আলমডাঙ্গায় কর্মরত গণমাধ্যম কর্মিদের তাঁর সাথে খোলামেলা মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হয়।

এলাকার কৃতি এ সন্তানের স্বাচ্ছন্দে নিজেকে মেলা ধরা, খোলামেলা কথাবার্তা, দিলখোলা আচরণ সকলকে মুগ্ধতায় আবিষ্ট করে রেখেছিলেন। এসময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অধুনালুপ্ত আলমডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল ওহাব মিয়া, সাবেক উপজেলা

চেয়ারম্যান হেলাল উদ্দিন, মোহনার সাধারণ সম্পাদক শামসুজ্জোহা সাবু মিয়া, প্রবাসি মিজানুর রহমান মিজু, আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক হামিদুল ইসলাম আজম, সিনিয়র সহসভাপতি রহমান মুকুল, যুগ্ন সম্পাদক প্রশান্ত বিশ্বাস,

বাড়াদী ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান মনিরুজ্জামান, জেলা আওয়ামী লীগ নেতা শাহ আলম, আলমডাঙ্গা পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি দেলোয়ার হোসেন, ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি রেজাউল হক তবা, সাংবাদিক শরিফুল ইসলাম রোকন, আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজের প্রভাষক জামাল হোসেন, আবুল কালাম আজাদ, রবিউল ইসলাম,আব্দুল খালেক, মিজানুর রহমান মুকিত, ফারুক আলম টুটুল, হেফজুল কাদের, তৌহিদুল ইসলাম, ফজলুর রহমান, আব্দুল কাদের প্রমুখ।

এ সময় বাংলাদেশ পুলিশের অন্যতম শীর্ষ কর্মকর্তা মীর শহিদুল ইসলাম সকলের খোঁজ খবর নেন, বন্ধু ও পরিচিতদের খবরা খবর নেন।

তিনি বলেন, আমি ও শফিকুল দুজনই বাংলাদেশ পুলিশের গুরুত্বপূর্ণ পদে আছি। আমাদের দিয়ে যদি এলাকার কোন উন্নয়নমূলক কাজ হয়, তবে অবশ্যই সে কাজ করতে চেষ্টা করব। তবে আমাদের দিয়ে করিয়ে নিতে হবে। কারণ আমরা খুবই ব্যস্ত থাকি। তবুও নিজ এলাকার জন্য কিছু করতে পারলে ভাল লাগবে। এছাড়া তিনি ব্যক্তিগত ও এলাকার নানা সমস্যা এবং সমাধান নিয়ে আলোচনা করেন। বিভিন্ন দেশ ভ্রমণে নিজের অভিজ্ঞতা ও সেখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যরে বর্ণনা দেন।

তারপরও হেমন্তের সন্ধ্যার মত রহস্যাবৃত থেকে গেলেন তিনি। হয়তো অন্য আরেক সন্ধ্যায় নিজেকে সবটুকু মেলে ধরবেন এলাকার মানুষের নিকট।

- আলমডাঙ্গা প্রতিনিধি

চিৎলায় আলমডাঙ্গা পৌর আওয়ামী

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [

অবমুক্ত করার নির্দেশ

আলমডাঙ্গা পৌর শহরের তহবাজার, ফলপট্টি ও মাছ-মাংস বাজারে ফুটপথ দখল করে যারা ব্যবসা করছেন তাদেরকে সতর্ক করলেন উপজেলা নির্বাহি অফিসার।

গতকাল ৩ ডিসেম্বর উপজেলা নির্বাহি অফিসার লিটন আলী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ফুটপথ পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা অংশ আগামি ৭ দিনের মধ্যে সরিয়ে নিতে এ নির্দেশ দেন।

একই সাথে ধাড়ি ও খাসি ছাগলের মাংস পৃথকভাবে বিক্রির নির্দেশ দেন। তাছাড়া প্রত্যেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে পণ্যের মূল্য তালিকা ঝুলিয়ে দিতে নির্দেশ দিয়েছেন।

এ সময় তার সাথে ছিলেন, সহকারী কমিশনার (ভূমি) সীমা শারমিন, আলমডাঙ্গা থানা অফিসার ইনচার্জ সৈয়দ আশিকুর রহমান, আলমডাঙ্গা বণিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মীর শফিক, এসআই জিয়া প্রমুখ।

উল্লেখ্য, আলমডাঙ্গা বাজারের তহবাজার, ফলপট্টি, মাছ ও মাংস বাজারের ব্যবসায়িদের অধিকাংশ তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ফুটপথের উপর পর্যন্ত, কোথাও কোথাও রাস্তার মাঝ পর্যন্ত সম্প্রসারিত করে নিয়েছে।

ফলে চলাচলকারি সাধারণ মানুষের দুর্ভোগের সীমা থাকে না। এই অসুবিধা দূর করতেই উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

- আলমডাঙ্গা প্রতিনিধি

আলমডাঙ্গার ভাংবাড়ীয়া মাধ্যমিক

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

মোয়াজ্জেন মহাবুল

জন্ম সনদে বয়স বাড়িয়ে আলমডাঙ্গার হাঁটুভাঙ্গা গ্রামের ৯ম শ্রেণিতে পড়ুয়া সুমিকে বাল্যবিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

নিকাহ রেজিস্ট্রার না হওয়া সত্ত্বেও হাটবোয়ালিয়া জামে মসজিদের মোয়াজ্জিন মহাবুল ইসলামের বিরুদ্ধে এ বিয়ে পড়ানোর অভিযোগ উঠেছে।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নের হাটুভাঙ্গা গ্রামের শহিদুল ইসলামের মেয়ে ছাফিয়া আক্তার সুমির বিয়ে দেওয়া হয়েছে গত ১ ডিসেম্বর পার্শ্ববর্তি কুয়াতলা গ্রামের মৃত আব্দুস সালামের ছেলের সাথে।

অভিযোগ উঠেছে হাটবোয়ালিয়া মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের ৯ম শ্রেণীর ছাত্রী সুমির জন্ম সনদে বয়স বাড়িয়ে ওই বিয়ে দেওয়া হয়েছে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ছাফিয়া আক্তার সুমির বয়স বিদ্যালয়ে রক্ষিত রেকর্ডে ১৫ বছর ৫ মাস। অন্যদিকে, জন্মসনদে সুমির বয়স দেখানো হয়েছে প্রায় ১৯ বছর ৮ মাস ২২ দিন।

এ জন্ম সনদে সংশ্লিষ্ট চেয়ারম্যান কাউসার আহমেদ বাবলু স্বাক্ষর করেছেন এ বছর ২৫ নভেম্বর।

এলাকাসূত্রে জানা যায়, ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নের নিকাহ রেজিস্ট্রার মোহাব্বত আলী।

কিন্তু হাটবোয়ালিয়া জামে মসজিদের মোয়াজ্জিন মহাবুল ইসলাম ছামিয়া আক্তার সুমির বাল্যবিয়ে পড়িয়েছেন।

- আলমডাঙ্গা প্রতিনিধি

অভিযান বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন ও স্মারকলিপি প্রদান

জিকে সেচ প্রকল্পের প্রধান খালের (কুমার নদ) দুপাড় দখল করে গড়ে উঠা বসতবাড়ি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান উচ্ছেদ অভিযান বন্ধের দাবিতে আলমডাঙ্গায় মানববন্ধন কর্মসূচি পালন শেষে জেলা প্রশাসকের নিকট স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে।

গত ১ ডিসেম্বর বেলা ১১টার দিকে আলমডাঙ্গা শহরের হাইরোডে মানববন্ধন শেষে এ স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে। স্বারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে,

আলমডাঙ্গায় জিকে প্রজেক্টের প্রধান খালের (কুমার নদ) পাড়ে বাস্তুভিটা নির্মাণ করে বসবাস করে আসছেন প্রায় ২ শ ছিন্নমূল পরিবার।

প্রায় ৩০/৪০ বছর আগে তারা বিভিন্ন এলাকা থেকে উদ্বাস্তুর মত এখানে এসে বসবাস শুরু করেন। বর্তমানে মা-বাপ, স্ত্রী-সন্তান সন্ততি নিয়ে কোন রকমে মাথা গোজার মত সংস্থান হয়েছে তাদের।

কুমার নদের তীরে পড়ে থাকা জমিতে তিলে তিলে নির্মাণ করেছেন মাথা গুজে থাকার মত আশ্রয়। অনেকে আবার ওয়াবদা কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লীজ গ্রহণ করেছেন।

সম্প্রতি জিকে প্রকল্পের প্রধান খালের জমি দখল করে গড়ে তোলা স্থাপনা উচ্ছেদের নোটিশ প্রদান করা হয়েছে।

তাদেরকে উচ্ছেদ করা হলে ভূমিহীন ও সহায় সম্বলহীন তারা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবেন?

এমন মানবিক আর্তি প্রকাশ করে তারা উচ্ছেদ অভিযান বন্ধের জন্য জেলা প্রশাসকের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকারের নিকট এ স্মারকলিপি প্রদানের পূর্বে তারা আলমডাঙ্গা হাইরোডে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেন।

অন্যান্যের মধ্যে এ মানববন্ধন কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি দেলোয়ার হোসেন, সাধারণ সম্পাদক পৌর

কাউন্সিলর মতিয়ার রহমান ফারুক, কাউন্সিলর জহুরুল ইসলাম স্বপন, উপজেলা যুবলীগের যুগ্ন আহ্বায়ক শাহীন রেজা, যুবলীগ নেতা সাইফুর রহমান পিন্টু, আশরাফুল হক পিন্টু, আওয়ামী লীগ নেতা জাহাঙ্গীর আলম, খন্দকার মজিবুল ইসলাম প্রমুখ।

জেলা প্রশাসকের নিকট স্মারকলিপি প্রদানকালে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহি অফিসার লিটন আলী, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান সালমুন আহমেদ ডন, থানা অফিসার ইনচার্জ সৈয়দ আশিকুর রহমান প্রমুখ।

- আলমডাঙ্গা প্রতিনিধি:

আলমডাঙ্গার ব্রাইট মডেল স্কুলের মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠদানের অনুমতি লাভ

জেলার অন্যতম শীর্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আলমডাঙ্গার ব্রাইট মডেল স্কুল মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠদানের অনুমতি লাভ করেছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগ বেসরকারি মাধ্যমিক শিক্ষা-২ এর সিনিয়র সহকারি সচিব অসীম কুমার কর্মকার স্বাক্ষরিত এ সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন নিজস্ব ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

জেলার বৃহত্তর এ বিদ্যালয়টি মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠদানের অনুমতি লাভ করায় সংশ্লিষ্ট শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের উল্লাস প্রকাশ করতে দেখা গেছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলায় ব্রাইট মডেল স্কুল ছাড়াও কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালীর কয়া চাইল হ্যাভেন গার্লস হাই স্কুল, রবীন্দ্র মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়, খলনগর নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দৌলতপুরের দীঘলকান্দি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ভুরকাপাড়া নিম্ন মাধ্যমিক

বিদ্যালয়, ডিজিটি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়,

মেহেরপুর জেলার কালিগাংনী নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঝিনাইদহ জেলার পৌর মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলার চাঁন্দুয়া সমসকাটি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বালিধা আদর্শ নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, নড়াইল জেলার কালিয়ার পাঁচ গ্রাম উসমান গণি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়,

সাতক্ষীরা জেলার শীবপুর ইউনিয়ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বাগেরহাট জেলার চিতলমারী পরাণপুর শহীদ শেখ আবু নাসের মাধ্যমিক বিদ্যালয়, খুলনার ফুলতলা রাহমানিয়া এলিমেন্ট্রি স্কুল, খুলনা কালেক্টরিয়েট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ।

এছাড়া দুটি বিদ্যালয়ে নিম্ন মাধ্যমিক পর্যন্ত পাঠদানের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। এ দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হল খুলনার ফুলতলা প্রস্তাবিত জাহানাবাদ ইংলিশ স্কুল ও সাতক্ষীরার শ্যামনগর মর্ডান স্কুল।

এদিকে, মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠদানের অনুমতি লাভ করায় ব্রাইট মডেল স্কুলের পরিচালক জাকারিয়া হিরো বলেন, ব্রাইট মডেল স্কুল জেলায় সর্বাধিক ভাল ফলাফল অর্জনের পরও মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠদানের অনুমতি ছিল না বলে নানা ধরণের বিড়ম্বনার শিকার হতে হচ্ছে। এখন থেকে আর সে অসুবিধাগুলি আর থাকবে না।

আলমডাঙ্গা প্রতিনিধি:

আলমডাঙ্গায় স্ত্রীর মর্যাদার দাবীতে স্বামীর বাড়িতে অবস্থান

আলমডাঙ্গায় স্ত্রীর মর্যাদার দাবীতে বিয়ের ১০ মাস পর স্বামীর বাড়িতে অবস্থান নিয়েছে শারীরিক প্রতিবন্ধি কলেজ ছাত্রী। ১০ বছর প্রেমের সম্পর্কের পর কয়েক মাস আগে গোপনে কোর্ট এফিডেভিট ও কাজী দিয়ে রেজিষ্ট্রির মাধ্যমে বিয়ে করে অস্বীকার করছে স্বামী

ইয়াসির আরাফাত মুন্না। মাস দেড়েক আগে স্বামী অন্যত্র বিয়ের ঘটনা জানাজানি হলে গতকাল কলেজছাত্রী স্বামীর বাড়িতে উঠে।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার পাঁচলিয়া মাঠপাড়ার খোয়াজ আলীর মেয়ে শারিরিক প্রতিবন্ধি কলেজছাত্রী মাথিনা খাতুন (২৪)“র সাথে ১০ বছর আগে আলমডাঙ্গা পৌর এরশাদপুর গ্রামের আব্দুল খালেকের ছেলে ইয়াসির আরাফাত মুন্নার সাথে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠে।

মুন্না পেশায় একজন গার্মেন্সস ব্যবসায়ী। বিয়ে না করেই মুন্না মাথিনাকে বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে বেড়াতো। আলমডাঙ্গা এরশাদপুর চাতাল মোড়ের আমিরুলের বাড়িতে বাসা ভাড়া করেও ১ বছর রেখেছিল বলে জানা গেছে।
একপর্যায়ে ৭/১/২০১৯ তারিখে চুয়াডাঙ্গা থেকে নোটারী পাবলিকের কার্যালয় হতে এফিডেভিটের মাধ্যমে ৩লাখ টাকার কাবিন করে তারা বিয়ে করে। একই দিন আইলহাস ইউনিয়নের নিকাহ রেজিষ্ট্রার ওয়াশিকুর রহমানের নিকট থেকে বিবাহ রেজিষ্ট্রি করে।

বিয়ের ৭/৮ মাস পর আনুষ্ঠানিক ভাবে হরিনাকুন্ড এলাকায় ইয়াসির আরাফাত মুন্না পূনরায় বিয়ে করে। ২য় বিয়ে করার পর ঘটনা জানাজানি হলে মাথিনা স্ত্রীর মর্যাদার দাবি করে। মুন্না বিভিন্ন ভাবে তালবাহানা করতে থাকে। ২ ডিসেম্বর সকালে মাথিনা মুন্নার বাড়িতে স্ত্রীর মর্যাদার দাবীতে উঠে। মাথিনা ওই বাড়িতে উঠার সাথে সাথে তাকে বিভিন্ন ভাবে গালিগালাজ করতে থাকে।

ইয়াসির আরাফাত মুন্না দাবি করেন, আমি কোর্টে গিয়ে মাথিনাকে এফিডেভিট করে বিয়ে করিনি। আমাকে ফাঁসাতে মিথ্যা এফিডেভিট ও কাবিননামা করেছে।

মুন্নার পিতা আব্দুল খালেক বলেন, কোর্টে কাউকে সাজিয়ে নিয়ে গিয়ে স্বাক্ষর করিয়ে এফিডেভিট করেছে। কাবিন নামাটাও সঠিক নয়। এফিডেভিটের স্বাক্ষর ও কাবিন নামার স্বাক্ষর মুন্নার নয়। এবিষয়ে, নিকাহ রেজিষ্ট্রার ওয়াশিকুর রহমানের সাথে মোবাইলে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, ৭/১/১৯ তারিখে তিনি উভয়ের সম্মতিতে তাদের বিবাহ রেজিষ্ট্রি করেছেন।

সকাল থেকেই রাত অবধি এরশাদপুর গ্রামের মানুষসহ আশপাশের মানুষ ভিড় জমায় ঘটনাটি জানার জন্য মুন্নার বাড়ির সামনে। এ সংবাদ লেখাপর্যন্ত মাথিনা স্ত্রীর মর্যাদার দাবিতে তার স্বামীর বাড়িতে অবস্থান করছিল।

-□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□